চলতি মৌসুমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভুট্টার জমিতে বিভিন্ন ধরণের রোগের প্রকোপ দেখা যাচ্ছে যার অধিকাংশই "ফিউজারিয়াম ষ্টক রট (Fusarium stalk rot)"

রোগের লক্ষণ:

- আক্রান্ত গাছের পাতা বিবর্ণ হয়ে যায়, গাছ শুকিয়ে ধূসর বর্ণ ধারণ করে এবং অপরিপক্ক অবস্থায় মারা যায়।
- শিকড়, গোড়া এবং নিচের ইন্টারনোড পঁচে যায়।
- কান্ড বিভক্ত করলে ভিতরে বিবর্ণতা দেখা যায় এবং আক্রান্ত গাছের পিথ নষ্ট হয়ে যায়।
- আক্রান্ত গাছের কান্ডে চাপ দিলে নরম বোধ হয় এবং নীচের ইন্টারনোডগুলো সহজেই ভেঙ্গে যায়।
- আক্রান্ত গাছের মোচাগুলো হেলে পড়ে এবং দানা অপুষ্ট থাকে।

রবি (২০২১-২২) অথবা খরিপ (২০২২) মৌসুমে বপনকৃত ভুট্টার রোগবালাই দমনে কৃষকদের করণীয়:

- কার্বেনডাজিম গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন অটোস্টিন ৫০ ডাব্লিউডিজি ১গ্রাম/লিটার হারে পানিতে মিশিয়ে মাটি হতে গোড়ার এক ফিট উপর পর্যন্ত ৭ দিন পরপর ২বার স্প্রে করা।
- প্রপিকোনাজল বা টেবুকোনাজল বা স্ট্রোবিন গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন টিল্ট ২৫০ ইসি বা ফলিকুর ২৫০ ইসি বা এমিস্টার টপ ৩২৫ এসসি ০.৫মিলি/লিটার হারে পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পরপর ২বার পাতায় স্প্রে করা ।

পরবর্তি মৌসুমে ভুট্টার রোগবালাই দমনে কৃষকদের করণীয়:

- রোগ প্রতিরোধী জাত না থাকায় শক্ত কান্ড বিশিষ্ট এবং পাতার রোগ প্রতিরোধী হাইব্রিড জাত নির্বাচন করা।
- উপযুক্ত ছত্রাকনাশক (কার্বক্সিন+থিরাম) দ্বারা শোধনকৃত বীজ ব্যাবহার করা।
- গাছের নির্দিষ্ট ঘনত্ব বজায় রাখা অর্থাৎ অনুমোদিত ক্রপ স্পেসিং অনুসরণ করা।
- সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ বিশেষ করে নাইট্রোজেন এবং পটাশ সার এর ভারসাম্য বজায় রাখা।
- অম্ল মাটিতে ফসল লাগানোর ১ সপ্তাহ আগে অনুমোদিত মাত্রায় ডলোচুন প্রয়োগ করা।
- একই জমিতে পরপর দুইবার ভুট্টার আবাদ না করে ধান/গম/তরমুজ/বাদাম/শাকসবজি প্রভৃতি দ্বারা শষ্য পর্যায় অনুসরণ করা।
- কার্বেনডাজিম গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন অটোস্টিন ৫০ ডাব্লিউডিজি ১গ্রাম/লিটার হারে পানিতে মিশিয়ে মাটি হতে গোড়ার এক ফিট উপর পর্যন্ত ৭ দিন পরপর ২বার স্প্রে করা।
- প্রপিকোনাজল বা টেবুকোনাজল বা স্ট্রোবিন গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন টিল্ট ২৫০ ইসি বা ফলিকুর ২৫০ ইসি বা এমিস্টার টপ ৩২৫ এসসি ০.৫মিলি/লিটার হারে পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পরপর ২বার পাতায় স্প্রে করা ।

২৮/৪/২২
কৃষ্ণ কান্ত রায়
ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ
বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা

২৮/৪/২২
কিশওয়ার-ই-মুস্তারিন
ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব)
বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট
নশিপুর, দিনাজপুর

২৮/৪/২২
ড. মোঃ মাহফুজুল হক
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
ভুট্টা প্রজনন বিভাগ
বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট
নশিপুর, দিনাজপুর।